# অনুবাদের জগৎ : প্রসঙ্গ স্প্যানিশ সাহিত্য

মালবিকা ভট্টাচার্য

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যপ্রেমী মানুষ তথা সাধারণ পাঠকের কাছে অনুবাদ সাহিত্যকর্ম বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এই অনুবাদ কাজের মাধ্যমে অনেক বেশি করে বিদেশি ভাষাসাহিত্যের আঙিনায় বিচরণের মাধ্যমে পাঠককুল বৈচিত্র্যময় সাহিত্য রসাস্বাদনের সুযোগ পায়। কোনও একটি ভাষার সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কাজের দ্বারা সেই সেই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, আর এভাবে আসলে উক্ত দেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র, সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তথা সাহিত্য জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হয়, অর্থাৎ অনুবাদ কর্ম মূল বিষয়ের বিকল্প হিসেবে অন্য ভাষাভাষী মানুষের রসাস্বাদনার্থে পরিবেশন করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে অনুবাদককে সজাগ থাকতে হবে যাতে অনুবাদের মাধ্যমে মূল বিষয়টি বিকৃত না হয়। একইসঙ্গে অনুবাদের ভাষা যেন প্রাঞ্জল হয় যা সাধারণ-পাঠকের বোধগম্য হবে। আবার অনেক সময় অনুবাদের ভাষার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে নানা হাতে নানা পরিভাষা আসতে পারে। সেজন্য অনুবাদের সময় বাংলা ভাষার সঠিক সমতুল্য শব্দ খুঁজে পেতে যথেষ্ট সংবেদনশীল থাকা জরুরি। অর্থাৎ অনুবাদককে সেই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

আমার দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময়ের কর্মজীবনে এবং তার পরবর্তীকালেও বহমান এই স্প্যানিশ ভাষাসাহিত্য চর্চায় নানান অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখানে আমি মূলত স্প্যানিশ ভাষাসাহিত্যের চর্চায় মনোনিবেশ করে কয়েকটা প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাই। অধ্যাপনা এবং গবেষণামূলক অন্যান্য কাজের পাশাপাশি অনুবাদ কাজে স্পেনীয় সাহিত্য জগতের কবি ও লেখকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছি। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য আঙিনায় বিকশিত লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থগুলির স্প্যানিশ অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর স্প্যানিশ ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যা বিশেষভাবে সমাদৃত। বিশেষ করে নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন কবিতা ও গল্পকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এইভাবে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার গৌরবগাথাকে বিশ্বের আঙিনায় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে অনুবাদের মাধ্যমে স্প্যানিশ ভাষাসাহিত্য পাঠের সুযোগ করে দিয়ে বাঙালিকে স্প্যানিশ ভাষা সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ করেছি। এই ধরণের অনুবাদ কর্ম সাহিত্যপ্রেমী মানুষ তথা সাধারণ পাঠকদের মনে যথেষ্ট অনুপ্রেরণার যোগান দেবে।

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন গীতাঞ্জলি কবিতাগুচ্ছের ইংরেজি অনুবাদের জন্য। তিনি স্বয়ং এই অনুবাদ করতে গিয়ে গীতাঞ্জলির হুবহু বাংলা থেকে ইংরেজি করেননি।

সেক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের সমতুল করে এবং ইংরেজি পাঠকের কথা মাথায় রেখে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় তাঁরই করা ইংরেজি অনুবাদ হলেও গীতাঞ্জলির বাংলা ভাষ্যের মতো সুমধুর রস আমরা খুঁজে পাই না। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ের্সে (Buenos Aires) বেশ কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন, সেসময় তিনি সেখানকার বিখ্যাত সাহিত্যিক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর (Victoria Ocampo) অতিথি হিসেবে ছিলেন। এখানে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন যা পরবর্তীকালে 'পূরবী' নামে প্রকাশ পায়। এই কবিতাগুলি লিখে তিনি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে শোনাতেন। একদিন তাঁর সচিব এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে বেরিয়ে কবিগুরু রাস্তার পাশে একট মৃত ঘোড়াকে দেখতে পান। তা দেখে কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন তাঁর মৃত্যুও কি এই জন্তুর মতোই হবে? নাকি তিনি আলাদা করে কিছু কাজ রেখে যেতে পারবেন আগামীর জন্য? ফিরে এসে রাত্রে একটা কবিতা লিখলেন কঙ্কাল নামে। সেই রাত্রেই কবিতাটি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে শোনালেন এবং তা বিস্তারিতভাবে বোঝালেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কবিগুরুকে বলেন যে তিনি যদি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন তাহলে তা আরও সহজবোধ্য হবে। পরের দিন সকালে রবীন্দ্রনাথ তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে শোনালেন। তা শুনে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কবিগুরুকে বললেন যে গতকাল রাত্রিতে তিনি যেভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন তা তো এটার মধ্যে নেই। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন পাশ্চাত্যের মানুষেরা আমাদের প্রাচ্যের এই চিন্তাভাবনা বুঝতে পারবে না, তাই আমি অনুবাদের সময় কিছুটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। একথা বলা মাত্রই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তা সঠিক নয়। আর সেকথা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।

একথা সত্যি যে নানা দেশের নানান সাংস্কৃতিক চর্চা ও পছন্দের মধ্যে বেশ কিছু ফারাক থাকায় অনেক সময়েই এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি স্বাভাবিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেই অমিলের কারণে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মধ্যে কিছুটা হলেও সেটা ঘটেছিল। এবারে আমার অনুবাদ কর্মের আরও কিছুটা অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। আমার অনুবাদের ক্ষেত্রে স্প্যানিশ ভাষাসাহিত্যের মূল ভাষা থেকেই সরাসরি বাংলা অনুবাদের চেষ্টা করেছি। সেগুলির মধ্যে রয়েছে **ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা** (Federico Garcia Lorca : Spain, 1898-1936), **পাবলো নেরুদা** (Pablo Neruda : Chile, 1904-1973), **ওক্তাভিও পাজ** (Octavio Paz : Mexico, 1914-1998), **খুয়ান রামোন খিমেনেস** (Juan Ramon Jimenez : Spain, 1881-1958) প্রমুখ বিখ্যাত স্প্যানিশ কবিদের লেখা কবিতা।

(১)

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ থেকে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার বাছাই করা কিছু কবিতা সম্বলিত একটি বই প্রকাশিত হয় [মালবিকা ভট্টাচার্য (সম্পা.), *ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা : এক অনন্য কবি প্রতিভা*, কলকাতা : ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, জানুয়ারি ২০২৪]। সেখানে আমি লোরকার (Federico Garcia Lorca) কবি প্রতিভার নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি। এখানে লোরকার '*সরপ্রেসা*' (Sorpresa) বা '*আঘাত*' কবিতার অনুবাদের কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই।

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.

No lo conocía nadie. ….

রাস্তায় সে পড়েছিল
বুকে তার ছোরা গাঁথা।
কেউ যেন ওকে চেনে না।
রাস্তার আলোটাও কেঁপে উঠল!
ও মা!
দেখো কেমন করে কেঁপে উঠল!
অন্ধকার কেটে সবে ভোর হয়েছে।
কেউ তার চোখের সামনে এল না।
মৃতদেহের চোখগুলো খোলা আকাশ পানে।
ওরা নিথর দেহটাকে রাস্তাতেই ফেলে গেছে
বুকে তার ছোরা গাঁথা,
কেউ যেন তাকে চিনতেই পারছে না।

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার উদ্ধৃত এই কবিতায় রাস্তায় পড়ে থাকা নামহীন মৃত যুবক আসলে হাজারো শহীদের প্রতীক। সেসময় স্পেনে তরুণ যুবকের দল, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখরা তাঁদের লেখায় ফ্যাসিবাদী সরকারের জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে বা আঙুল তুললে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর তাণ্ডববাহিনী তাদের প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে মেরে ফেলত। আর এই মৃতদেহগুলো রাস্তাতেই পড়ে থাকতে দেখা যেত। আসলে মৃতদেহগুলো রাস্তায় ফেলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হতো যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে সরকারের বিরোধিতা মানেই তার পরিণাম হল এইপ্রকার ভয়াবহ মৃত্যু। এই ঘটনাগুলি এখানে বলার উদ্দেশ্য হল এই যে অনুবাদককে তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে হবে। নতুবা অনুবাদকের মনে হতে পারে হঠাৎ করে 'রাস্তায় একটা মৃতদেহ পড়ে আছে' বলে কবিতাটা শুরু হল কেন। আর পটভূমি জানা থাকলে সম্পূর্ণ কবিতা বা লেখাপত্রের অনুবাদ সহজবোধ্য ও সঠিক পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য। বিশেষত লোরকা ফ্রাঙ্কোর সরকারের সরাসরি নাম করে কিছু লেখেননি। সব সময়ই সরকারের অত্যাচারকে তাঁর লেখায় সাংকেতিক ভাষায় উল্লেখ করে পাঠক তথা সমাজকে সেই অশনি সংকেতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যদিও লোরকার শেষরক্ষা হয়নি। জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে, ১৯৩৬ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে সৈন্যরা প্রজাতন্ত্রী রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দীর্ঘ তিন বছরের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে বহু নিরপরাধ, নিরীহ স্পেনবাসী ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ হারায়। আর তাঁদের মধ্যে স্বয়ং কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাও বলি হয়েছিলেন।

কবি লোরকার কবিতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি যাযাবর বা খিতানো (Gitano) অর্থাৎ জিপসিদের লোকসংস্কৃতিতে এক নবজোয়ার আনেন। আসলে কবি বড় হয়েছেন এইসমস্ত মানুষদের সঙ্গেই। তাই তাঁর কবিতা ও নাটকে ফুটে উঠেছে যাযাবরদের নিজস্ব স্বপ্ন, নিষিদ্ধ প্রেমের অনুভূতি বা সংস্কৃতির কথা। এই খিতানোরা ছিলেন স্পেনের যাযাবর জনগোষ্ঠীর গাথাকার বা গায়ক। তারাই সেখানকার অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। লোরকা তাদেরই পুরাতন গান থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে দেশের মানুষের কাছে নূতনভাবে উপস্থাপন করেন। এককথায় লোরকা যাযাবর

বা খিতানোদের গানগুলিকে নূতন আঙ্গিকে রচনা করে সাংস্কৃতিক জগতে এক বিপ্লব ঘটান। তাঁর লেখা খিতানো কবিতাসমূহ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তিনি 'জিপসি কবি' নামে দেশে পরিচিত পেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হল – 'কানতে খোনদো' এবং 'রোমান্সেরো খিতানো'। এই দুটি গ্রন্থের অধীনে বহু কবিতা ও গান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যাযাবর গোষ্ঠীর বেশিরভাগই দারিদ্র্যের কারণে গুহার মধ্যে বসবাস করত। আর যাযাবরদের এই গানগুলি গাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্বও ছিল। সেটা হলো তাদের গান শুরু হতো একটা চিৎকার দিয়ে। তাই কানতে খোনদো গ্রন্থ থেকে '*চিৎকার*' নামক কবিতার কিছুটা অংশ এখানে উল্লেখ করলাম।

একটা চিৎকার

'একটা চিৎকার, ধনুকের আকার,
পাহাড় থেকে ছড়ায়
পাহাড় চূড়ায়।
হায়!
অলিভ বাগানের মাথায়
যেন কালিমার রামধনু
রাত্রির নীলিমায়।
হায়!
বেহালার ধনুকের ছোঁয়ায়
তারের দীর্ঘ কাঁপন
আকাশে বাতাসে ধায়
হায়!
যে সব মানুষ ছিল গুহায়
আলো হাতে আজ বাহির হয়েছে।
হায়!

লোরকার কবিজীবনের অপর একটি মর্মস্পর্শী কবিতা হল স্পেনের যাযাবরদের লোকগাথা সম্বলিত বিখ্যাত কাব্যগুচ্ছ 'রোমানসেরো খিতানো' (Romancero Gitano)। তারই অন্তর্গত একটি কবিতা হল *Romance sonámbulo*। আমি এর নাম দিয়েছি 'স্বপ্নের গাথা'।

স্বপ্নের গাথা

সবুজ, আমি তোমায় সবুজ চাই।
সবুজ বাতাস। সবুজ গাছের ডাল।
সমুদ্রের উপর জাহাজ,
আর দূর পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া।
মেয়েটির কোমরে ছায়া পড়েছে,

নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও স্বপ্নে বিভোর।
সবুজ শরীর, সবুজ চুল
আর ওর চোখগুলো ঠাণ্ডা রূপোলী বরফ।
সবুজ, আমি তোমায় সবুজ চাই।
যাযাবর চাঁদের নীচে সব যেন শুধু ওকেই দেখছে
কিন্তু ও তো কিছুই দেখছে না।
কে আসবে? সে আসবে কোথা থেকে?
কুমারী মেয়ে এখনও নিজের বারান্দায়
রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
কার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে?
......
কত অন্তরঙ্গ ছিল সেই রাত
যেন ছোট কোনো মিলনস্থল।
মাতাল পুলিশগুলো
দরজাটাকে পেটাচ্ছে।

এখানে 'রোমানসে সোনামবুলো' কবিতায় লোরকার হাতের ছোঁয়ায় প্রকৃতির কোলে এক মায়াবী রূপ ধারণ করেছে। এটি আসলে এক যাযাবর কন্যার করুণ প্রেমের আখ্যান। এখানে আছে প্রেম, আছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, আছে মধুর মিলন। কিন্তু অবশেষে আছে মৃত্যু। এই কবিতায় সবুজ রং হল তীব্র প্রেমের প্রতীক, ভালোবাসার উৎস আর অবশ্যই আছে মৃত্যুরূপী চাঁদ। আর এই প্রেমিকযুগলের মৃত্যু ঘটেছে ফ্রাঙ্কোর জল্লাদ বাহিনীর হাতে। এই কবিতাগুলি অনুবাদ করবার আগে অনুবাদককে বিশদে জেনে নিতে হবে সেখানকার ভূপ্রকৃতি তথা পাহাড়, নদী-নালা, গাছপালার কথা। অর্থাৎ যাযাবরদের নিজস্ব পরিবেশ ও সংস্কৃতির কথা। প্রসঙ্গত জানাই স্পেনের গ্রানাডা শহর, গুয়াদালকিবির (Guadalquivir), দাররো (Darro) প্রভৃতি নদীর সাথে কবি একাত্মা হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলা যায় এগুলি সম্পর্কে ভালো করে না জানলে সঠিকভাবে অনুবাদ করা দুরূহ কাজ হবে।

(২)

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমি বলেছি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল স্প্যানিশ ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা অনুবাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়েছি। অনুবাদের সেই সমস্ত নানা অভিজ্ঞতার কথাই একে একে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র। এবার আমি যে কবির লেখা কবিতার অনুবাদের কথা বলব তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন লাতিন আমেরিকা তথা স্প্যানিশ সাহিত্য জগতের অন্যতম বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদা (Pablo Neruda)।

“Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.
Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.”[১]

(‘দাও তোমরা আমায় নীরবতা, জল আর আশা,
দাও তোমরা আমায় সংঘর্ষ, লোহা আর আগ্নেয় গিরি।
তোমাদের শরীরগুলো যেন আমার শরীরের সাথে চুম্বকের মতো আটকে থাকে।
এসো প্রবেশ করো আমার মুখে আর আমার স্নায়ুতে।
এসো তোমরা বয়ে চলো আমার রক্তে আর কথা বলো আমার মুখ দিয়ে’।)

এই বিখ্যাত উক্তিটি কবির সাড়াজাগানো ‘আলতুরাস দে মাচ্চু পিচ্চু’ (Alturas de Macchu Picchu) কবিতার অংশ। এই কবিতার মাধ্যমে কবি অসহায় মুমূর্ষু বঞ্চিত সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার নিরসনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আসলে কবি তাদের যন্ত্রণার কথা নিজের মুখ দিয়ে সারা বিশ্বকে জানাতে চেয়েছিলেন।

নেরুদা চিলির এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণে বাল্যকাল থেকেই বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেকারণেই খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। একইসঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল গভীর প্রকৃতিপ্রেম। এ ব্যাপারে তাঁর অনুপ্রেরণার আদর্শ ছিলেন চিলির প্রখ্যাত মহিলা কবি গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (Gabriela Mistral)। তিনি সমগ্র লাতিন আমেরিকার মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন (১৯৭১)। নেরুদাও তাঁর জীবনে এই প্রকৃতিপ্রেম এবং মানবপ্রেমের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। মূলত তাঁর এই মানবপ্রেমের উপর ভিত্তি করেই নেরুদাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

নেরুদা খুব কম বয়সেই প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন, যে কারণে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নেরুদার প্রথম জীবনের ২০টি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান সম্বলিত সাড়াজাগানো কবিতার বইটি ছিল ‘ভেইন্তে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসএসপেরাদা’ (Veinte poemas de amor y una cancion desesperada)। তবে এই কুড়িটি কবিতার মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা’ কবিতাটির অনুরণন পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চলতে চলতে উপার্জনের উপায় হিসাবে অবশেষে তিনি চিলির পররাষ্ট্র দপ্তরে সরকারি চাকরি লাভ করেন। তবে তিনি কখনও তাঁর কবিজীবনকে বিসর্জন দেননি। তবে এই দূতাবাসের চাকরির সুবাদে তাঁকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরতে হয়। কিন্তু তাঁর এই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লেখেন কবিতাগুচ্ছ ‘রেসিদেন্সিয়া এন লা তিয়েররা’ (Residencia en la tierra)। নেরুদার লেখা বেশকিছু কালজয়ী কবিতার সংকলন হল ‘কান্তো খেনেরাল’ গ্রন্থটি। এই সংকলিত বইটির প্রকাশ ঘটে ১৯৫০ সালে।

এই ‘কান্তো খেনেরাল’ সংকলনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হল ‘আলতুরাস দে মাচ্চু পিচ্চু’। তবে এই কবিতায় নেরুদা নিজের দেশকে উপমা হিসাবে না নিয়ে বেছে নিয়েছিলেন প্রতিবেশী দেশ পেরুকে। প্রাচীন পেরু দেশ স্প্যানিশ উপনিবেশ হওয়ার আগে সেখানে ইনকারা রাজত্ব করত। এই ইনকারা পেরু দেশে একটা শহর গড়ে তুলেছিল পাহাড়ের চূড়ায়। তারা এই শহরটার নাম দিয়েছিল মাচ্চু পিচ্চু। ১৫৩২ সালে স্প্যানিশরা যখন ফ্রান্সিস্‌কো পিজারোর (Francisco Pizzaro) নেতৃত্বে ইনকা রাজ্য আক্রমণ করে তখন তাদের ধ্বংসলীলার অলক্ষ্যে ছিল পাহাড়ের চূড়ার এই শহরটি। অর্থাৎ স্প্যানিশদের আক্রমণের মাধ্যমে যে ধ্বংসলীলা সমগ্র ইনকা রাজ্যে চলেছিল তা থেকে সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল এই মাচ্চু পিচ্চু শহরটি। ‘আলতুরাস দে মাচ্চু পিচ্চু’ কবিতাটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে পেরু দেশের ইনকাদের সম্পর্কে খোঁজখবর না রাখলে বা সেখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট না জানলে এই

কবিতার অনুবাদ কাজ কঠিন হয়ে পড়ত। এছাড়া নেরুদার লেখাপত্র পড়ে বা অনুবাদের গভীরে গেলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় যথেষ্ট আস্থা রেখেছিলেন। এই কবিতায় ইনকা সমাজের প্রান্তিক তথা ক্রীতদাসদের দুঃখ-কষ্টের যে করুণ কাহিনি সেগুলিই কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন। এমনকি সেইসমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের তিনি ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। তাদের দুঃখ কষ্টগুলো তিনি নিজের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। সেজন্য অনুবাদককে কবির চিন্তনের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, একইসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও মাথায় রাখতে হবে। কবি লিখেছেন —

ওঠো ভাই আমার, জাগো!
জন্ম নাও আবার, আমার সাথে।

পৃথিবীর গভীর স্থল থেকে তাকাও আমার দিকে
চাষী, তাঁতী, শান্ত রাখাল :
লামা জন্তুগুলোর পালক :
সুউচ্চ ভাড়া বাঁধবার মিস্ত্রী :
আন্দিজ পাহাড় নিঃসৃত নদীর জলের ভারী :
যত সব স্বর্ণকার, যাদের আঙ্গুলগুলো থেতলানো
যত সব চাষী, যারা সর্বদা ভয়ে ভীত
আর কুমোর, যার চারিদিকে কাদামাটি ছড়ানো :
তোমাদের সকলের চাপা পড়া অতীতের ব্যথা
নিয়ে এসো নতুন জীবনের পেয়ালায়।[২]

এই কবিতায় কবি শ্রমজীবী মানুষকে তাঁর মূল উপজীব্য হিসাবে দেখিয়েছেন, যা বর্তমান দিনের শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এককথায় সেইসমস্ত মানুষের যন্ত্রণাকে নিজের যন্ত্রণা মনে করে কবি তাঁর প্রতিবাদী সুর চড়িয়েছেন। তিনি এই মাচ্চু পিচ্চু কবিতায় আরো বলেছেন —

আমি এসেছি তোমাদের মৃত মুখগুলোর মাধ্যমে কিছু বলতে
পৃথিবীময় ছড়ানো সব নীরব মুখগুলো এক হোক।
আর অন্তরের গভীর থেকে আজ রাতভোর
তোমরা আমার সাথে কথা বলো।[৩]

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে কবি নেরুদা সমাজের প্রান্তিক স্তরের অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

(৩)

এই পর্বে আমি যে কবির লেখা কবিতা ও তাঁর অনুবাদের বিষয়ে বলব তিনি হলেন মেক্সিকোর বিখ্যাত নোবেলজয়ী কবি ওক্তাভিও পাজ (Octavio Paz, 1914-1998)। কবি ওক্তাভিও পাজ নিয়ে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়েও নানা দিক উদ্ঘাটিত হয়। একইসঙ্গে বেশ কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করি। জানা যায় ভারত সম্পর্কে ওক্তাভিও পাজের অনুসন্ধিৎসা শুরু হয় যখন তিনি ত্রিশের কোঠায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ওক্তাভিও পাজ নতুন দিল্লিতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন ফরাসি

মহিলা মারি খোসের সঙ্গে তাঁর প্রেম বিবাহ পরিণতি লাভ করে। সবমিলিয়ে ভারত সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি ভারতে থাকাকালীন বেশকিছু কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতাগুচ্ছের নাম দিয়েছিলেন 'Ladera este', বাংলায় যাকে বলা হয় 'পূবের ঢাল'। এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষকে নিয়ে। ভারতের মানুষ, ভারতের ইতিহাস, দর্শন, ভারতের গ্রাম-শহর, ভারতের প্রকৃতিকে নিয়ে। আর তাঁর আবেগ আরও স্পষ্ট হয় 'বৃন্দাবন', 'মাদুরাই', 'উদয়পুরে একদিন', 'কন্যাকুমারীর কাছে', 'রবিবারে এলিফ্যান্টা গুহায়', 'লোদি উদ্যানে', 'মাইসোরের পথে' প্রভৃতি কবিতার নামকরণ শুনলে। তিনি ১৯৮৫ সালে নেহরু মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশনের আহ্বানে এক স্মারক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে আমার শিক্ষণীয় ছিল নানাবিধ; দার্শনিক, রাজনৈতিক, সৌন্দর্যচেতনা ইত্যাদি নানান বিষয়ে। এই অভিজ্ঞতার ছাপ যেমন দেখা যায় আমার গদ্য লেখাগুলিতে, তেমনই আমার কবিতায়, এমনকি আমার জীবনধারায়'। এখানে আমার কথা হলো অনুবাদের পূর্বে অনুবাদকের অবশ্যই কবি ওক্তাভিও পাজের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ওক্তাভিও পাজ ফ্রান্সে থাকাকালীন আন্দ্রে ব্রেতোন (André Breton)-এর সংস্পর্শে এসে সুরিয়ালিজম (Surrealism) বা অধিবাস্তববাদী চিন্তাধারায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি এই আন্দ্রে ব্রেতোনের পরামর্শেই ভারতবর্ষ এবং বুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে মনোনিবেশ করেন। বিশেষত তিনি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনা এবং মহাযান দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তাই যে কোনও অনুবাদক যখন ওক্তাভিও পাজের কবিতা বা লেখার অনুবাদ শুরু করবেন তাঁকে অবশ্যই পাজের এই ধরনের চিন্তাধারা মাথায় রাখতে হবে। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের বেশ কিছু সূত্র যেমন, শূন্যতা, প্রজ্ঞাপারমিতা, নির্বাণ, মায়া ইত্যাদি নিয়ে তিনি যথেষ্ট চর্চা করেছেন। যেগুলো তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ধরা পড়েছে। আবার তাঁর 'শূন্যতা' কবিতার বাংলা অনুবাদ দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনি প্রাকৃতিক রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই কবিতায় বৌদ্ধ দর্শনের তাত্ত্বিক দিককে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সেখানে রূপক কবিতায় মানুষের জীবনকে শূন্যতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই শূন্যতা নামটাও তিনি এদেশ থেকেই গ্রহণ করেছেন। সেই 'শূন্যতা' কবিতার যে বাংলা অনুবাদ আমি করেছি তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিলাম।

শূন্যতা

দূর সীমার ধারে
চূর্ণ পাথর ছড়ানো
একটা শূন্য জায়গায়

উঠেছে আকাশ পানে
একটি সোনালী গাছ
হলুদ মণির ঝড় উঠেছে

নিজ অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে
কোন অরূপের মহিমায়
পলে পলে পাপড়ি ঝরে
দিন অবসানে

কেবল বোঁটার কম্পন
ক্ষণিকে সব বিলীন...।

ওক্তাভিও পাজের কবিতায় নিজের দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির প্রকাশও দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলি কখনোই প্রকাশ্যে উল্লেখ করেননি। সব ক্ষেত্রেই সেগুলির সাংকেতিকভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস-কে কেন্দ্র করে যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল তাতে সরকার বহু ছাত্র-ছাত্রীর উপর নৃশংসভাবে গুলি বর্ষণ করেছিল। সেই ঘটনার বীভৎসতায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি মেক্সিকো সরকারের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দিল্লিতে কর্মরত অবস্থায় পদত্যাগ করেন। তার পরেই তিনি লেখেন, লা লিম্পিদেস (La limpidez) যাকে বাংলায় শুভ্রতা বলে। সেই কবিতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি —

‘‘পৌরসভার কর্মচারীরা শহরের কেন্দ্রস্থলে রক্ত ধুতে ব্যস্ত
তোমরা এসো, দেখে যাও রক্তের বন্যা।’’

এই কবিতাটি এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লেখা যেখানে কিছু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েতের উপর সরকারের বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনি মর্মাহত হন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন। আর সেই মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই কবিতার মাধ্যমে। এখানে আমি এতগুলো কথার উপস্থাপনা করলাম এই কারণে যে অনুবাদক এই পূর্বাপূর্ব ঘটনার ক্রমগুলি না জানলে কবিতার মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। ফলত তার পক্ষে সঠিক অনুবাদ করাও কঠিন হবে।

(৪)

আলোচনার শেষ পর্বে আমি যে কবির লেখা ও তার অনুবাদের বিষয়ে বলব তিনি হলেন বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত এক স্প্যানিশ সাহিত্যিক খুয়ান রামোন খিমেনেস। আমাদের দেশে এই কবির প্রথম পরিচিত হল রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুবাদকরূপে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পরেই রবীন্দ্রনাথের ২১টি বইয়ের স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেন খুয়ান রামোন খিমেনেস এবং তাঁর সঙ্গী সেনোবিয়া কামপ্রুবি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুচ্ছের নাম দেন ওফ্রেন্দা লিরিকা (Ofrenda lirica)। এই অনুবাদ সমূহ তাঁর বিশ্বময় পরিচিতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। আর কবি খিমেনেস রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর গদ্য কবিতাগুলির ভূমিকায় চোখ রাখলে। সেখানে তিনি লিখেছেন —

> ‘‘আমাদের এই কামনা তোমার মহান প্রাণ যেন এক নতুন শরীরে স্থান পায়, যাতে এক নব কলেবরে উদ্ভাসিত হয় তোমার এই কবিতাগুচ্ছ, যেখানে তুমি তোমার পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আমাদের এই নতুন রূপ কি তোমার হৃদয়কে দোলা দিতে পারবে তার স্প্যানিশ রক্তে? এই নতুন রূপে তোমার হৃদস্পন্দন কি শোনা যাবে? বলো আমাদের, এই নতুন শরীরে তোমার প্রাণের অনুভূতি কেমন?
>
> তোমার এই স্বর্গসম আনন্দ উদ্যানে আমাদের কবিতাগুলি কি তাদের ছায়া ফেলতে পারবে? তোমার কল্যাণময় রাতে আমাদের অনুবাদ কি এক উজ্জ্বল তারা হয়ে অবতরণ করবে? এই কবিতাগুলির দ্বারা তোমার অগ্নিশিখা কি তার অভিষ্ট শিখর স্পর্শ করতে পারবে; তেমনি কি

এগুলো এই ধরিত্রীর গভীর সমুদ্রের মতো তোমার প্রেমের ভাবনাগুলোকে শীতল করতে পারবে?
আজ থেকে তোমার ভাবনাগুলোকে আমাদের ভাষায় নতুন করে শুনবে তোমার ঈশ্বর , এটাই আমাদের সৌভাগ্য। তোমার কবিতা এখন আমাদের স্বর্গে বিরাজমান; তোমার ঈশ্বর কি সেখানে এসে তা শুনবে? আর তুমি কি এই স্প্যানিশ ভাষায় তোমার মনের কথা বলতে পারবে তাকে, যে এতো আপন, এতো জীবন্ত, যাকে তুমি শোনাও তোমার মধুর বাণী?"[৫]

খিমেনেসের এই উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয় যে অনুবাদককে অনুবাদ করার প্রাক্কালে কবির মনের আঙিনায় বিচরণ করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে তৎকালীন পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজচিত্র, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সেইসঙ্গে বুঝে নিতে হবে কবির চিন্তার রসদ, পড়ে নিতে হবে কবির ভাবনার অন্দরমহলের ভাষাকে। তবেই অনুবাদিত ভাষায় উঠে আসবে কবির মূল লেখার সুর।

**তথ্যসূত্র:**

[১] Francisco Serrano, *Veinte cuatro poetas latinoamericanos*, Argentina : Secretaria de Educacion Publica, 2001, p.114.

[২] Pablo Neruda, 'Alturas de Macchu Picchu– Canto 12', Francisco Serrano (ed), *Veinte cuatro poetas latinoamericanos*, Argentina : Secretaria de Educacion Publica, 2001 pp. 112-113.

[৩] Pablo Neruda, 'Alturas de Macchu Picchu, Canto 12', Francisco Serrano (ed), *Veinte cuatro poetas latinoamericanos*, Argentina : Secretaria de Educacion Publica, 2001 p. 113.

[৪] Octavio Paz, India and Latin America : A dialogue of Cultures, Jawaharlal Nehru Memorial Lecture, 13 November, 1985, New Delhi.

[৫] Juan Raman Jimenez and Zenobia Campraubi, Ofrenda Lirica, Madrid, 1918; Malabika Bhattacharya & Shukti Roy (ed.), Khuan Ramon Khimenesh : Anubhobe O Monone (in Bengali), Kolkata, Anusha, 2017, pp. 110-11.

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১। মালবিকা ভট্টাচার্য (সম্পা.), ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা : এক অনন্য কবি প্রতিভা, কলকাতা : ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, জানুয়ারি ২০২৪।

২। Pablo Neruda, *Isla Negra*, Delhi : Rupa & Co., 1970

৩। Pablo Neruda, *Para nacer he nacido*, Barcelona, Spain : Editorial Seis Barral– 1978

৪। Octavio Paz, *Ladera Este*, Mexico : Joaquin Mortiz, 3rd ed. 1975

৫। Rabindranath Tagore, *La ofrenda Lirica*, Spain : Alianza Editorial, 2007

**মালবিকা ভট্টাচার্য** : অধ্যাপিকা, স্প্যানিশ বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা।